ইউনিট ১২

শিক্ষাক্রমের ডিজাইন প্রণয়নে নীতি
[Principles of Curriculum Design]

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা অনুষদে "শিক্ষাক্রম" একটি বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এতদ বিষয়ে চিন্তা ভাবনার বলয় প্রসারিত হচ্ছে। পূর্বে কেবল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকত। অধুনা শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য দিক হিসেবে সংযোজিত হচ্ছে শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের নীতি এর দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, শিক্ষাক্রমে সিস্টেমলস, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও তার অনুসরণ কার্যক্রম পর্যন্ত সকল ধাপে এতদবিষয়ক সাহিত্য, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, নিউজ লেটার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বইপুস্তক, দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা করলে শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতি সম্বন্ধীয় পরোক্ষ প্রত্যক্ষ যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান কয়েকটি এখানে বিবৃত করা হল।

বর্তমান ইউনিটের সমগ্র বিষয়বস্তুকে আলোচনার সুবিধার্থে দুইটি পাঠে উপস্থাপন করা হল। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১২.১: শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের নীতি

পাঠ- ১২.২: শিক্ষাক্রম ডিজাইন

পাঠ ১২.১ শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের মন্তব্য/অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের আধুনিক ডিজাইন নীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতি

শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাক্রমবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিচার বিশ্লেষণ করে এর কিছু নীতি সনাক্ত করেছেন। সনাক্তকৃত এসব নীতির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাবিদগণ যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এগুলো বিবৃত করা হল:

জে জে স্কুইব

আমেরিকান শিক্ষাক্রম তত্ত্ববিদ জে জে স্কুইব (১৯৬২) শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নে চারটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেগুলো হল: (১) বিষয়সমূহ (২) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে পণ্ডিতগণের অভিমত (৩) অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এবং (৪) প্রস্তাবিত নবতর জ্ঞান।

এছাড়া তিনি শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নে তিনটি নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। সেগুলো হল:

(ক) অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় বিষয় (বিজ্ঞান ও গণিত)।

(খ) সৃজনশীল বিষয় (শিল্প চর্চা)।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা পরিচয়সূচক বিষয় (সামাজিক বিজ্ঞান)।

শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নকালে উপরোক্ত নীতিগুলো অনুসরণ করা হলে শিক্ষাক্রমের গ্রহণযোগ্যতার মান বাড়বে।

পিটার সন

পিটার সন (১৯৬০) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে চারটি বুদ্ধিদীপ্ত নীতি অনুসরণে শিক্ষাক্রমের ডিজাইন তৈরি করতে বলেছেন।

১. শিক্ষার্থীর মধ্যে যুক্তি প্রদান ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।
২. পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. নৈতিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি।
৪. নান্দনিক সৌন্দর্য বিকাশ ও সংরক্ষণের অভ্যাস গঠন।

এইচ এস ব্রুডি

এইচ এস ব্রুডি (১৯৬২) শিক্ষাক্রমের নকশা প্রণয়নে নিচের ধাপ অনুসরণ করতে বলেছেন:

১. যে জ্ঞান চিন্তনে, যোগাযোগে, শিখনের বাহন হিসেবে কাজ করে তা চিহ্নিত করতে হবে। (যেমন- ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, নৈতিক জ্ঞান ও নানন্দিক শিক্ষা)।

২. যে জ্ঞান মৌলিক তথ্য সুশৃঙ্খলিত করণের (Systematise) মাধ্যমে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। এরূপ জ্ঞান যেমন: বিজ্ঞান বিশ্বের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভাবতে ও অর্থবহ ভাবে প্রকাশ করতে শেখায়।

৩. যে জ্ঞান সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারা উন্নয়নে পথ প্রদর্শনকরণের লক্ষ্যে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে শেখায়। যেমন- ইতিহাস, আত্মজীবনী, বিবর্তনমূলক স্টাডি ইত্যাদি।
৪. যে জ্ঞান ভবিষ্যৎ সমস্যা প্রক্ষেপন (Projection) করে এবং তা সমাধান করার ভেতর দিয়ে সমাজের কল্যাণ হয়। (যেমন- চিকিৎসা, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।)
৫. যে জ্ঞান সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলো অসার বলে প্রমাণ করে যেমন- দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি।

ডেনিস লটন

ডেনিস লটন Class, Culture and Curriculum (১৯৭৫) গ্রন্থে Forms of Knowledge এর ছয়টি মৌলিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রগুলো শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সার বস্তু। সে কারণে শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতি হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা যায়। এই ছয়টি ক্ষেত্র হল: গাণিতিক জ্ঞান, ভৌত ও জীব বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক নানা বিদ্যা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, নৈতিক জ্ঞান, অপরাপর সমন্বিত বিষয়।

ফ্রিরি, রবিন ও কহিন

Freire, Robin এবং Cohen (1978) শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়ন নীতিতে (১) ভাষা ও প্রকাশ দক্ষতা, (২) স্বাস্থ্য, জীববিদ্যা ও যৌন শিক্ষা, (৩) ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক জ্ঞান এবং (৪) জাতীয় ঐতিহ্য/ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন।

থিওডর ব্রামিল

Theodore Brameld`s (1970) তাঁর An Approach to Curriculum গ্রন্থে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দুই ধরনের নীতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন: (১) সমকালীন জ্ঞানের সমন্বয় (২) বাস্তব জগতের প্রাসঙ্গিক বিষয়।

বি. এফ স্কিনার

আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী বি এফ স্কিনার তথ্য ক্রমপুঞ্জিতকরণ অপেক্ষা বুদ্ধিদীপ্ত মতবাদ গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে বলেছেন।

থমাস টানার

Thomas Tanner শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে বিষয়বস্তু নবায়ন অপেক্ষা মৌলিক জ্ঞান অনুসন্ধান ও জ্ঞানে কাঠামোগত ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মেটকেফ ও হান্ট

Metcalf এবং Hunt শিক্ষাক্রমে ধারণার বদলে নতুন মূল্যবোধ ও প্রথা অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি বক্তব্য রেখেছেন।

সমকালের শিক্ষাক্রম বিদগণের অভিমত

সমকালের শিক্ষাক্রমবিদগণ শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের বিবেচ্যদিক/নীতি হিসেবে যে সব বিষয় চিহ্নিত করেছেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হল:

- সাংস্কৃতিক প্রধান উপজীব্য বিষয়গুলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নিম্নমেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষাক্রমে শিক্ষকবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি কর্মকুশলী দলের কাজ। সে কারণে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন দলকে সম্পৃক্ত করণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ দলের মধ্যে রয়েছেন বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, বিদ্যালয় প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রেণি শিক্ষক।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিতে লক্ষ্যদলের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ঐসুক্য ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।
- রাজনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য একাডেমিক বিষয়ে সংযোগ সন্ধি (Plug-Point) চিহ্নিত করে তাতে উদ্ভাবনীমূলক দিক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইনে যে সব নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে সেগুলো হল:

১. সত্য বলা, সততার অনুশীলন, পরমত সহিষ্ণুতার প্রদর্শন ইত্যাদির চর্চা।

২. সামাজিক পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানসমূহের গুরুত্ব আরোপ।
৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নবতর দিক।
৪. সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
৫. পরিবেশ, জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে সমতা বিধান।
৬. নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী-নির্যাতন এবং নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ।
৮. আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদৃঢ়করণ।
৯. বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি।
১০. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ।
১১. উচ্চতর বিন্যস্ত চিন্তন প্রক্রিয়ায় বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করতে কে বলেছেন?
   ক. স্কুইব
   খ. পিটার সন
   গ. লটন
   ঘ. ব্রুডি।

২. থিওডর ব্রামিল কোনটি সম্পর্কে বলেছেন?
   ক. নৈতিক জ্ঞান
   খ. সমকালীন জ্ঞানের সমন্বয়
   গ. মৌলিক জ্ঞান
   ঘ. নতুন প্রথা।

৩. সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হয়?
   ক. মনোবিজ্ঞান
   খ. সাহিত্যে
   গ. ধর্মতত্ত্বে
   ঘ. ভূগোলে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্কুইবের ডিজাইন প্রণয়নের নীতিগুলো লিখুন।
২. পিটার সনের বুদ্ধিদীপ্ত নীতি কি কি?
৩. ব্রুডি ভবিষ্যৎ সমস্যা প্রক্ষেপন বলতে কি বুঝিয়েছেন?
৪. স্কিনার কোনটির উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন?
৫. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইন নীতিতে লক্ষ দলের কিসের কিসের উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন?

পাঠ ১২.২

শিক্ষাক্রম ডিজাইন
[Curriculum Design]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের সাধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম ডিজাইন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ডিজাইন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে কতকগুলো পরিকল্পিত ধাপ অনুসরণ করতে হয়। তেমনি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের জন্য কতকগুলো ধাপ পেরিয়ে সমগ্র কাজটি শেষ করতে হয়। আমরা জানি যে শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্যমুখী- তাই এর কতকগুলো উদ্দেশ্য থাকে। এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি কাজ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত থাকে তেমনিভাবে প্রকৌশলীগণ কোন দালান বা রাস্তার নীল নকশা প্রণয়ন করে থাকেন। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইনে নিম্নোক্ত কার্যাদি উল্লেখ থাকে:

(১) শিখন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যাদি।
(২) শেখা ও শেখানোর কলাকৌশল।
(৩) মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ।
(৪) বাস্তবায়ন কৌশল।
(৫) প্রশিক্ষণ।

উপরে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্নকরণে যে সব কার্যাদি অনুসরণ করতে হয় সেগুলো হল:

(১) বর্তমান চাহিদা নিরূপণের জন্য জাতীয় সমস্যা/নীতি নিরীক্ষাকরণ;
(২) জাতীয় চাহিদা অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন;
(৩) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ/পুনঃ লিখন;
(৪) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ;
(৫) শিখন-শেখানো কার্যাবলী নির্বাচন এবং
(৬) মূল্যায়ন।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম ডিজাইন

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিভিন্ন দেশ তাদের স্ব স্ব চাহিদা, জনবল, অর্থ, সময় ও বিষয় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ডিজাইন প্রণয়ন করে থাকে। সে কারণে ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে কয়েক দেশের শিক্ষাক্রম ডিজাইনের রূপরেখা উল্লেখ করা হল:

মালয়েশিয়ার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইন

মালয়েশিয়া

(১) প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;
(২) পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) কার্যক্রম প্রণয়ন (উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি);
(৪) প্রাক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ;
(৫) বাস্তবায়ন ও
(৬) মূল্যায়ন।

নেপাল

নেপাল

(১) বর্তমান জাতীয় সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ;
(২) দেশের চাহিদা ও সমস্যার পর্যালোচনা;
(৩) খসড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং
(৪) খসড়া শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন।

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ড

(১) বর্তমান সমস্যা ও চাহিদা বিশ্লেষণ;
(২) শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
(৩) বিষয়বস্তু নির্বাচন;
(৪) বিষয়বস্তুর বিন্যাসকরণ;
(৫) শিখন শেখানো কার্যাবলী নির্বাচন;
(৬) শিখন-শেখানো কার্যাবলী বিন্যাসকরণ এবং
(৭) মূল্যায়ন।

কোরিয়া

রিপাবলিক অব কোরিয়া

(১) জরিপের মাধ্যমে বর্তমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকরণ;
(২) অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
(৩) উদ্দেশ্য নিরূপণ;
(৪) বিষয়বস্তু নির্বাচন;
(৫) বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা;
(৬) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যোগান নিশ্চিতকরণ এবং
(৭) কার্যক্রম মূল্যায়ন।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ

(১) জাতীয় দর্শন ও নীতিমালা পর্যালোচনা;
(২) শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পর্যালোচনা;
(৩) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা ও পুনঃ নির্ধারণ;
(৪) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপণ;
(৫) বিষয় ও শ্রেণি ভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন;
(৬) শিখন ফল প্রণয়ন;
(৭) পাঠ্যসূচি রচনা;

(৮) লেখক ও সম্পাদকবৃন্দের নির্দেশনা প্রণয়ন;
(৯) বিষয়বস্তু রচনা, মূল্যায়ন ও সম্পাদনা;
(১০) চাকুরীকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ও চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণ এবং
(১১) মূল্যায়ন।

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাক্রম ডিজাইন

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কৌশলগত দিকেও পরিবর্তন সূচিত হয়। এছাড়া বিষয়ের চাহিদাও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম ডিজাইনে কিছু তারতম্য দেখা যায়। নিচে কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ডিজাইনের রূপরেখা বর্ণিত হল।

বিজ্ঞান

উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইনের রূপরেখা বর্ণিত হল:

১. প্রারম্ভিক জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;
২. বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য প্রণয়ন;
৩. শিখন অভিজ্ঞতা নিরূপণ/সনাক্তকরণ;
৪. দক্ষতা (Skills) নির্বাচন;
৫. কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি সনাক্তকরণ এবং নবতর উপকরণের অর্থবহ ব্যবহার এবং
৬. শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল।

জনসংখ্যা শিক্ষা

১. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ও শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পর্যালোচনা;
২. জনসংখ্যা শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রম, শিখন সামগ্রী, প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিশ্লেষণ;
৩. জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য পুনঃ নির্ধারণ;
৪. সংশ্লিষ্ট স্তরের জনসংখ্যা শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপণ;
৫. সংশ্লিষ্ট স্তরের জনসংখ্যা শিক্ষার আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন;
৬. জনসংখ্যা শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
৭. শিখন সামগ্রী প্রণয়ন নির্দেশনা প্রণয়ন;
৮. শিখন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, উপকরণ প্রাক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণ এবং
৯. শিক্ষাক্রম (শিখন অগ্রগতি ও কার্যক্রম) মূল্যায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাধারণ ডিজাইনের ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ডিজাইনের পার্থক্য লিখুন।

৩. আপনার মতে কোন দেশের শিক্ষাক্রম ডিজাইন অত্যাধুনিক এবং কেন?

৪. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ডিজাইনের রূপরেখা লিখুন।

৫. বাংলাদেশের ও কোরিয়ার শিক্ষাক্রম ডিজাইনের তুলনামূলক বিবরণ দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. স্কুইব শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নে কয়টি নীতি আছে?
   ক. ৩টি
   খ. ৪টি
   গ. ৫টি
   ঘ. ৬টি।

২. নান্দনিক সৌন্দর্য বিকাশ সম্পর্কে কে বলেছেন?
   ক. লটন
   খ. পিটার সন
   গ. ব্রুডি
   ঘ. টানার।

৩. কোনটি আধুনিক শিক্ষাক্রম ডিজাইনের নীতি?
   ক. নারী ক্ষমতায়ন
   খ. বিষয়সমূহ
   গ. আত্মজীবনী
   ঘ. প্রতিরক্ষা।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের আধুনিক নীতি কি কি?
২. শিক্ষাক্রম ডিজাইন প্রণয়নের সাধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ডিজাইনের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১

১. ক; ২. খ; ৩. ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. খ; ২. খ; ৩. ক